চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান,জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা সহ জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা বারোটার সময় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ কর্তৃক চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাসপাতাল রোড এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়। পরিচালিত অভিযানে হাসপাতাল মোড়ের ফার্মেসিগুলোতে তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অভিযানে মেসার্স মতিন ফার্মেসিতে তদারকিকালে ফ্রিজ ও র্যাকে সংরক্ষিত মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ঔষধ পাওয়া যায়। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয়ের অপরাধে এর মালিক মোঃ আব্দুল মতিনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৫১ ধারায় ১০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

পরবর্তীতে মেসার্স তুহিন ফার্মেসিতে তদারকি করা হয়। এসময় ফ্রিজ ও র্যাক থেকে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ জব্দ করা হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভ্যাক্সিন ও ইনজেকশন ফ্রিজের মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। উক্ত অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোঃ নাজমুন নকিবকে ৫১ ধারায় ১০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে ০২টি ফার্মেসিকে মোট ২০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় আরো বেশকিছু প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয় এবং সবাইকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয় না করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা এর সহকারী পরিচালক এ কে এম মহসীনিন মাহবুব ও চুয়াডাঙ্গা জেল পুলিশের একটি টিম।

জনসার্থে এই অভিযান চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

গাংনীতে হেরোইনসহ গ্রেফতার ১

মেহেরপুর গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে পাঁচ গ্রাম হেরোইনসহ মনিরুজ্জামান ওরফে মুঞ্জু (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বৃহষ্পতিবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে তার নিজ বাড়ি গাংনী শহরস্থ মুচিপাড়া মোড় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার পিতার নাম আবুল কাশেম।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মনিরুজ্জামান মঞ্জু হেরোইন কারবারী। সে হেরোইন বিক্রির জন্য তার বাড়ির সন্নিকটে অবস্থান করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই শাহিন ও সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। জব্দ করা হয় পাঁচ গ্রাম হেরোইন।

গ্রেপ্তারকৃত মনিরুজ্জামান মঞ্জুর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের সাপেক্ষে আদালতে প্রেরণ করা হয়।

মেহেরপুরে ১২ বারের মত সফল পুলিশ কর্মকর্তা শাকিল

মেহেরপুর সদর থানার এ এস আই শাকিল হোসেন ১২ বারের মত শ্রেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছেন।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর পুলিশ লাইনস ড্রিল শেডে পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা শেষে পুলিশ সুপার তার হাতে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট ও নগদ অর্থ তুলে দেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেনসহ পুলিশের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এএসআই শাকিল সহ জেলায় কর্মরত বেশ

কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক এজেন্ট লাল মিয়া গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে লাল মিয়া (৩৫) নামের অনলাইন জুয়ার আরও এক এজেন্টকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল, ডিবির ওসি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানার একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। পরে গতকাল বুধবার বিকালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলার আসামি দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত লাল মিয়া কোমরপুর বাজার পাড়ার জহিরুল ইসলামের ছেলে এবং অনলাইন জুয়ার অন্যতম হোতা মাদার আলীর ভাগ্নে। অভিযান চলাকালীন লাল মিয়ার কাছে থেকে পুলিশ একটি Redmi Note 10s মডেলের মোবাইল যাহার IMEI-1: ৮৬০৩৭০০৫৯৮৭০২৮৩. IMEI ২০ ৮৬০৩৭০০৫৯৮৭০২৯১ এবং ফোনে ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার ০১৮৪৬-১৫৫৯১৫ এবং ০১৭১০-০৩১৯৬০, একটি Nokia 1464 মডেলের মোবাইল যাহার IMEI-1: ৩৫৩৪৪৫৪২২৯৫৯৩৯৫, IMEI ২: ৩৫৩৪৪৫৪২২৯৫৯৪০৩ ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর ০১৮৩৪-০৭১২১০ এবং ০১৭১৬-৫৫৪১৩৩ উদ্ধার করা হয়।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলায় এক শ্রেণীর অসাধু লোক অনলাইন জুয়া IxBet, Lincbet, Melbet, Bet Winner, Walmart এর সাব-এজেন্ট হিসেবে কাজ করিতেছে এবং অনলাইন জুয়া x Bet, Linchet Melbet, Bet Winner পরিচালিত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ/নগন/রকেট/উপায় এর কতিপয় অসাধু সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ এর জোগসাজোশে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন করছে। অনলাইন জুয়া IxBet, Linchet, Melbet, Bet Winner G Walmart সহ বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার সাইটের সাব এজেন্টরা ভূয়া তথ্য দিয়ে

বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে অনলাইল মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ/নগদ /রকেট/উপায় এর কতিপয় অসাধু সেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এর মাধ্যমে ব্যবসয়িক এজেন্ট সিম নিবন্ধন করে করছে।

গত ২০ অক্টোবর মাহফুজুর রহমান জয়, আক্তারুজ্জামান আক্তার, তরিকুল ইসলাম, রুবেল হোসেন কে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকালে তাহাদের নিকট থেকে আলামত হিসেবে ৭টি মোবাইল ফোন, অনলাইন জুয়ার লেনদেনের ৫০ হাজার টাকা, ২৩টি বিভিন্ন কোম্পানীর সিমকার্ড যাহার মধ্যে ২ টি এজেন্ট সিমকার্ড, অনলাইন জুয়া 1xbet এর ০১ (এক) টি চ্যানেল, অনলাইন জুয়া Bet Winner এর ০৪ (চার) টি চ্যানেল উদ্ধার করেন। এছাড়া গত ১৩ নভেম্বর মোঃ সাইদুর ইসলাম, সুমন খন্দকার, রফিকুল ইসলাম গ্রেফতার করে তাদের নিকট থেকে অনলাইন জুয়ার আলামত হিসেবে ৫টি মোবাইল ফোন, ৯ টি বিভিন্ন কোম্পানীর সিমকার্ড যার মধ্যে ১টি এজেন্ট সিমকার্ড, অনলাইন জুয়া ১◌ীনবঃ এর ১ টি চ্যানেল উদ্ধার করা হয়। ওই মামলার তদন্তে লাল মিয়ার অনলাইন জুয়ার চ্যানেল চালাচ্ছে এমন খবর জানতে পেরে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর লালমিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে পুলিশকে জানায়, ওই মামলার গ্রেফতারকৃত আসামীদের সহযোগিতায় তাহার অন্যতম সহযোগী কোমরপুর বাজারের নাজিম বিশ্বাসের ছেলে ভোলা, কোমরপুর গ্রামের আনারুলের ছেলে রুবেল ও চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার বেষ্টপুর গ্রামের নজিরের ছেলে অনিকের ১টি 1xbet nagad, ১টি1xbet nagad, এবং ১টিMelbet nagad ও ১টি Melbet rocket চ্যানেল নিয়ে অনলাইন জুয়া পরিচালনা করে আসছিলো। ওই অনলাইন জুয়া পরিচালনা করার জন্য যে সকল এজেন্ট সিমকার্ড ব্যবহৃত হতো সে সকল এজেন্ট সিমকার্ড সরবরাহ করতো এবং অনলাইন অবৈধ ই ট্রান্সজেকশনের টাকা গ্রহন করতো অনিক ।

গ্রেফতারকালে আসামীর নিকট থেকে জব্দকৃত মোবাইল ফোন পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, আসামী মোঃ লাল মিয়া (৩৫) এর ফোনে Melbet এর MD. ZOHIRUL ISLAM নামে অনলাইন জুয়ার একটি চ্যানেল আছে। যাহার বর্তমান ব্যালেন্স ৩৭৫৬০.৬৩ টাকা। ওই মেলবেট একাউন্টের হিস্ট্রিতে দেখা যায় যে, আসামী দীর্ঘদিন থেকে তাহার ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার ০১৮৩৪-০৭১২১০ এর মাধ্যমে MD. ZOHIRUL ISLAM নামে অনলাইন জুয়া Melbet এর মাধ্যমে লেনদেন করে আসছে। লাল মিয়া একজন সল্প শিক্ষিত লোক হওয়া সত্ত্বেও সে অনলাইন জুয়ার চ্যানেল কিভাবে পরিচালনা করতে হয় তাহা সে জানে।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ হাতে প্রতারক চক্রের সদস্য গ্রেফতার

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের হাতে আবারো আন্তঃজেলা প্রতারক চক্রের সক্রিয় সদস্য আটক, এবং একটি বাজাজ সিটি ১০০ মোটরসাইকেল, ৫৫ টি ভুয়া মেমো এবং প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত নগদ ২৭০০/- হাজার টাকা উদ্ধার।

আটককৃত হলেন দামুড়হুদা উপজেলার রামনগর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে আলিফ (৩৭)। আজ বুধবার বিকাল ৫টার দিকে তাকে নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের সার্বিক দিক নির্দেশনায় দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই তৌহিদুর রহমান শেখ সঙ্গীয় ফোর্সসহ তথ্য প্রযুক্তির ভিত্তিতে উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের রামনগর গ্রামস্থ ক্লাব মোড় সংলগ্ন আসামীর নিজ বসত বাড়ি থেকে কৌশলে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেয়া চক্রের মূল হোতা আলিফ কে আটক করে।

আটককৃত ব্যাক্তি দামুড়হুদা, আলমডাঙ্গা, জীবননগর চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ সহ আসপাশের জেলায় প্রতারণা করে অর্থ হাতিয়ে নেয়। সে আশপাশের জেলাগুলো থেকে প্রতারণা করে বিভিন্ন ব্যবসায়িদের কাছথেকে মোটা অর্থ হাতিয়ে নিত। পুলিশ এমন তথ্য পেয়ে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে সনাক্ত করে তাকে আটক করে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে প্রতারনা মামলা রুজু করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

কুষ্টিয়ায় অবৈধ ইট ভাটায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান, জরিমানা আদায়

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় অনুমোদনহীন ৫টি ইট ভাটায় অভিযান চালিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় ৫টি ইটভাটা মালিককে ১লাখ ৮৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বুধবার (১১ জানুয়ারি) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) দবির উদ্দিন।

এসময় কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আতাউর রহমানসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, অভিযানে সদর উপজেলার বলরামপুর এলাকার আরএসবি ব্রিকসের মালিক সাঈদ হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা, বিইএসটি ব্রিকসের মালিক জামাল উদ্দিনকে ৫০ হাজার টাকা, আমানতপুর এলাকার এমএইচবি ব্রিকসের মালিক মহির উদ্দিনকে ৩০ হাজার টাকা, আমানতপুর এলাকার আরএসবি ব্রিকসের মালিক জাফর আহমেদকে ৩০ হাজার টাকা ও বৈদ্যনাথপুর এলাকার রঞ্জু ব্রিকসের মালিককে ২৫ টাকা জরিমানা করা হয়।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) দবির উদ্দিন জানান,কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ৫টি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন ২০১৩ সংশোধিত ২০১৯ আইন অনুযায়ী ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সাথে বৈদ্যনাথপুর এলাকার রঞ্জু ব্রিকসের ড্রাম চিমনী ইটভাটার কিলন ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ওই সব ইট ভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই। এগুলো নিয়মনীতি না মেনে অবৈধভাবে পরিচালনা করা হচ্ছিল। অবৈধ ইটভাটা বন্ধে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা জানান, কুষ্টিয়া জেলায় প্রায় দুইশতাধিক ইটভাটা আছে। যার মধ্যে ১৩৭টি অনুমোদন পেয়েছে। এগুলোতে এক মৌসুমে ১৩০দিন ধরে ইট পোড়ানো হয়। প্রতি ১টি ভাটায় ১ দিনে ১৬ টন কাঠ পুড়লে এক মৌসুমে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে ২০৮০ টন। জেলার সবগুলি ইটভাটার হিসেব মতে, প্রায় ৩ লাখ ১২ হাজার মে.টন কাঠ পুড়ছে ভাটাগুলোতে।

কুষ্টিয়া জেলায় অতীতে সর্বত্র খেজুর গাছ ছিল। কিন্তু এখন ইটভাটার জ্বালানির দাপটে খেজুর গাছ কেটে সাবাড় করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ইটভাটায় জ্বালানি হিসাবে খেজুর গাছের চাহিদা অনেক। অনেক খেজুর গাছ বিক্রি করা হয়েছে। এখন এ জেলায় যা আছে, চাহিদার তুলনায় অনেক কম।

পরিবেশবিদ গৌতম কুমার রায় বলেন, ‘ইটভাটা খেজুর গাছ ধ্বংসের অন্যতম কারণ। ইটভাটার সৃষ্ট দূষণে বয়স্ক ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কালো ধোঁয়ার কারণে মানুষের ফুসফুসের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট ও ঠান্ডাজনিত নানা রোগ দেখা দিতে পারে। মানুষের ক্ষতির সঙ্গে পরিবেশ বিপর্যয়ও ঘটছে। কৃষি উৎপাদন ও ফলমূলের ফলন কমে যাচ্ছে। খেজুর গাছসহ গাছপালার স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে।’

ভেড়ামারায় পঁচা মরিচে রং দিয়ে মরিচের গুড়া তৈরি,জরিমানা আদায়

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় পঁচা মরিচের সঙ্গে রং মিশিয়ে গুড়া মরিচ তৈরি ও বাজারজাত করার অপরাধে এক ব্যক্তিকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভোক্তা সংলক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

বুধবার (১১ জানুয়ারী) দুপুরে ভেড়ামারা উপজেলার বারোমাইল চাঁদগ্রাম এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় বিপুল পরিমান ভেজাল মরিচের গুড়া জব্দ করা হয়। পাশাপাশি আল-বারাকাহ মসলা ও অয়েল মিল কারখানার মালিককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, ভেড়ামারা উপজেলার বারোমাইল চাঁদগ্রাম এলাকায় আল-বারাকাহ মসলা ও অয়েল মিল নামে একটি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে পঁচা মরিচের সঙ্গে রং মিশিয়ে গুঁড়া মরিচ তৈরি ও বাজারজাত করে আসছিল। খবর পেয়ে বুধবার দুপুরের দিকে ওই কারখানায় অভিযান চালায়। এতে বিপুল পরিমান পঁচা মরিচ জব্দ করা হয়। পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর (৪৩) ধারায় কারখানার মালিককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভোক্তা-অধিকার নিশ্চিত করতে অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন।

এসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক জনির জামিন না মঞ্জুর; নিহালের ৩ দিনের রিমাণ্ড

মেহেরপুরে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় গ্রেফতার নিহাল আল মুকিতের ৩ দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। একই মামলার অপর আসামি সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনির জামিন না মঞ্জুর করেছেন একই আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মো: তারিক হাসান এ আদেশ দেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আশরাফ আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, গতকাল হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় গ্রেফতার নিহাল আল মুকিতের ৭দিনের রিমাণ্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আশরাফ আলী। আদালতের রিমাণ্ড আবেদন শুনানি শেষে বিজ্ঞ বিচারক ৩দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে গত রবিবার রাতে মেহেরপুর শহরের এশিয়া নেট মোড় থেকে নিহাল আল মুকিতকে গ্রেফতার কেও ডিবি পুলিশ। আটক নিহাল আল মুকিত শহরের বড় বাজার এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে। তার নিকট থেকে জব্দ মোবাইল ফোনে একাধিক অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ছবি পাওয়া যায়। তার কাছে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডে আরো গুরত্বপূর্ণ থাকতে পারে মর্মে আদালতে রিমাণ্ড আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

এছাড়া একই আদালতে একই মামলার অপর আসামি সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনির জামিন আবেদন করেন তার আইনজীবী। অপরদিকে তদন্তকারী কর্মকর্তা জামিনের বিরোধীতা করেন। আদালতের বিজ্ঞ বিচারক শুনানী শেষে জনির জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠান।

প্রসঙ্গত, হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডে পুলিশ ৭ জনকে আটক করেছে। আটকৃতরা কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন, হিজুলির ছন্দা খাতুন, হোটেল কর্মচারী হাসিবুল হক জয়, সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনি ও নিহাল আল মুকিত।

ডিবি জানায়, নিহালের কাছে থেকে মেহেরপুর শহরের আলোচিত আটলান্টিক হোটেল কাণ্ডে তার একাধিক অশ্লীল ভিডিও পাওয়া গেছে এবং নিহাল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকাতে অসামাজিক কার্যকলাপের মিডিয়া হিসেবে কাজ করতো এবং নিজেও এসব কর্মকাণ্ডের সুবিধা নিতো।

ডিবি পুলিশ আরো জানায়, হোটেল আটলান্টিকা মামলার আসামি হাসিবুল হক জয়ের ১৬৪ ধারার জবানবন্দি অনুযায়ী তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং নেহালের মোবাইলে অসংখ্য মেয়েদের সাথে শারীরিক মিলনের অনৈতিক ভিডিও ছবি পাওয়া গেছে।
উল্লেখ্য, ২২ নভেম্বর মউকের একটি চাঁদাবাজী মামলার আসামী হিসেবে হোটেল আটলান্টিকায় অসামাজিক কার্যকলাপের অন্যতম হোতো নাজনিন খান প্রিয়াকে আটক করে সদর থানা পুলিশ। পরে ওই মামলাটি ডিবিতে হস্তান্তর করা হলে ডিবি পুলিশ মামলার তদন্তকালে ৩০ নভেম্বর মেহেরপুরের ওয়াপদা সড়কে আটলান্টিকা কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন এবং সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের এনামুল হকের মেয়ে ছন্দা খাতুনকে গ্রেফতার করে।

ছন্দা খাতুনকে ১৬৪ ধারায় জবাবনবন্দীতে হোটেল আটলান্টিকার অসামাজিক কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরেন। তার জবানবন্দীতে উঠে আসে ভয়ংকর সব তথ্য। হোটেল মালিক মতিয়ার ও তার ছেলে মামুন স্থানীয় কিছু সাংবাদিকের সহায়তায় হোটেলে বিভিন্ন মেয়েদের ব্যবহার করে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের অন্তরঙ্গ মুহুর্তের ভিডিও ধারণ করে সেগুলো সাংবাদিকদের মাধ্যমে চাদাবাজি করে আসছিলেন।

ছন্দা খাতুনের জবানবন্দী নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ হলে মেহেরপুরসহ আশেপাশের কয়েকটি জেলায় সংবাদটি তোলপাড় সৃষ্টি করে। যার রেশ এখনো চলমান। সংবাদে মেহেরপুরের চার সাংবাদিক ও এক আইনজীবীর কথা উঠে আছে। প্রকাশিত ওই সংবাদের চার সাংবাদিকের একজন এশিয়ান টেলিভিশনের সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনি।

মেহেরপুর সদরে দুই সার ব্যবসায়ীর জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া ও শোলমারি এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করে দুটি সারের দোকান থেকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিপ্তর।

বুধবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব সজল আহমেদ। এসময় অভিযানে সহযোগিতায় ছিলেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো: তারিকুল ইসলাম।

সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, অভিযানে মুদিখানা, ফার্মেসি, সার-কীটনাশকসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। অভিযানে তেরঘরিয়ায় মেসার্স আব্দুল আওয়াল ভদ্র ট্রেডার্স নামক প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত মূল্যের বেশি মুল্যে সার বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৩ হাজার টাকা এবং মেসার্স মামুন ট্রেডার্স নামের অপর একটি প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রয়, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রয়ের অপরাধে ৪০ ও

৫১ ধারায় ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও খারাপ পণ্যগুলো জনসম্মুখে নষ্ট করা হয় এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত

মেহেরপুরের গাংনীতে আইন সহায়তা কেন্দ্র ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

গাংনী আইন সহায়তা ফাউন্ডেশনের সভাপতি রফিকুল ইসলাম পথিকের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ হারুন অর রশিদ, গোলাম মুহাম্মদ, মিজানুর রহমান, শফিউল ইসলাম স্বপন,আবু হোসেন প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন অনুষ্ঠানের আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন উপজেলা আইন সহায়তা ফাউন্ডেশনে সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন।